3 MAY 2017

কালের কণ্ঠ

এখন বাল্যবিয়েকে 'না' বলতে শেখায় তাহমিনা (সবার সামনে)। ছবি : কালের কণ্ঠ

তাহমিনার সাহসী যাত্রা

দেবদাস মজুমদার, আঞ্চলিক প্রতিনিধি (পিরোজপুর) ▷

অতিদারিদ্র্যের সঙ্গে লড়ে যাওয়া তাহমিনা। দিনমজুরির সংসারে দুমুঠো ভাতের জন্য চলে নিরন্তর লড়াই। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে শিক্ষার জন্য সংগ্রাম। এমন নানা প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করেই এগিয়ে চলেছে এই কিশোরী। বর্তমানে দশম শ্রেণির এই শিক্ষার্থী এবার পা বাড়িয়েছে আরেক স্বপ্নযাত্রায়। বাল্যবিয়ের মতো সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রচারণায় পথ থেকে পথে ঘুরছে সাহসী এই কিশোরী। পিরোজপুরের কাউখালীর নিভৃত কেউন্দিয়া গ্রামের রুহুল আমীন-মাজেদা বেগম দম্পতির সন্তান তাহমিনা আক্তারের এই সাহসী স্বপ্নযাত্রা এলাকাবাসীর কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। পিছিয়ে থাকা জীবন ঠেলে উঠে আসা তাহমিনা স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী আর জনমানুষকে সচেতনতার দায়িত্ব যেন এককভাবেই তুলে নিয়েছে নিজ কাঁধে। বাইসাইকেল চালিয়ে গ্রাম্য হাট-বাজার আর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে সে বাল্যবিয়ের বিরুদ্ধে সচেতনতার প্রচার চালাচ্ছে। বাল্যবিয়েকে 'না' বলার লাল কার্ড হাতে ধরিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছে। এত কিছুর পরও অদম্য অধ্যবসায়ে নিজের লেখাপড়াটা চালিয়ে যাচ্ছে নিয়মিত। সে স্থানীয় কেউন্দিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণিতে বাণিজ্য বিভাগে লেখাপড়া করছে।

স্থানীয়দের সূত্রে জানা গেছে, দিনমজুর পরিবারের মেয়ে তাহমিনা একটি পুরনো বাইসাইকেল চালিয়ে প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া-আসা করে। আর প্রতিদিন বিকেলে সাইকেল চালিয়েই তিন কিলোমিটার দূরের কাউখালী উপজেলা সদরে প্রাইভেট পড়তে যায়। সংসারের চরম দারিদ্র্যের কারণে স্কুল শিক্ষকও ওকে মানবিক কারণে বিনা পয়সায় নিয়মিত পড়ান। পুরনো ভাঙা সাইকেল নিয়ে চলতে গিয়ে আগে প্রতিনিয়তই তাকে চরম দুর্ভোগে পড়তে

▶▶ পৃষ্ঠা ৭ ক.

তাহমিনার সাহসী যাত্রা

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

হতো। মাসখানেক আগে স্থানীয় সামাজিক উদ্যোক্তা আবদুল লতিফ নড়বড়ে সাইকেলটিসহ তাহমিনার ছবি তুলে ওর দুর্ভোগের কথা লিখে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি স্ট্যাটাস দেন। তা দেখে মনির হোসেন নামে নারায়ণগঞ্জের এক আইনজীবী ওকে একটি নতুন সাইকেল কিনে দিয়েছেন। নিজের স্কুলে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই সাইকেল গ্রহণকালে তাহমিনা আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবার সামনে সে প্রতিজ্ঞা করে এই নতুন সাইকেল নিয়ে নিজের লেখাপড়ার পাশাপাশি সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালানোর। এভাবেই শুরু হয়ে যায় এই কিশোরীর সাহসী পথচলা।

তাহমিনা নিজের সাইকেলে 'বাল্যবিবাহকে না বলি', 'আপনার সচেতনতাই পারে বাল্যবিবাহকে প্রতিরোধ করতে' লেখা সংবলিত প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে বাল্যবিয়েবিরোধী প্রচারণা চালিয়ে আসছে। একপর্যায়ে তার এই সামাজিক উদ্যোগে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কাউখালী প্রতিবন্ধী স্কুল কর্তৃপক্ষ।

গত বৃহস্পতিবার কাউখালী শহর পেরিয়ে ১০ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে তাহমিনা জনমানুষের কাছে বাল্যবিয়েবিরোধী লিফলেট বিতরণ করে। পরে উপজেলার উত্তর নিলতী সমতট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে 'বাল্যবিবাহকে না বলি, 'আপনার সচেতনতাই পারে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে' বক্তব্য সংবলিত লাল কার্ড শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের শপথবাক্য পাঠ করায়। এ সময় ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, প্রতিবন্ধী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষা উদ্যোক্তা আবদুল লতিফ খসরু ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। একই দিনে উপজেলার এসবি সরকারি বালিকা বিদ্যালয় মাঠেও শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাহমিনা একই আয়োজন করে। এ সময় ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) মোস্তাফিজুর রহমান ও সহকারী শিক্ষক আবদুল হালিম উপস্থিত ছিলেন। পরে উপজেলার কেউন্দিয়া শহীদ স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয় ও কেউন্দিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

তাহমিনার বক্তব্য, 'আমাদের গাঁয়ের মেয়েদের অসময়ে বিয়ে হয়ে যায়। দারিদ্র্য আর পরিবারের অসচেতনতার ফলেই একজন কিশোরীর জীবনে এভাবে বিপর্যয় নেমে আসে। আমি নিজের লেখাপড়া চালাতে চাই। পাশাপাশি সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে জনসচেতনতামূলক কাজ করতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, আজ বা কাল অথবা পরশু আরো অনেককে সহযাত্রী হিসেবে পাব।'

কেউন্দিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রত্নেশ্বর মল্লিক বলেন, 'তাহমিনা অতিদরিদ্র পরিবারের একটি মেয়ে। সে যে উদ্যোগ নিয়েছে তা একটি ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই। নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে বেড়ে ওঠা মেয়েটির এমন সামাজিক উদ্যোগ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।'

তাহমিনার দিনমজুর বাবা রুহুল আমীন বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ। মাইয়ারে স্কুলে দিছি অনেক কষ্টের মধ্যে। হঠাৎ সে সাইকেল নিয়া কী সব শুরু করছে। আমি সায় দিই নাই। পরে দেখি মাইয়া আমার চোখ খুইলা দিছে। পথে ঘাটে অহন সবাই আমারে কয়—রুহুল, তোমার মাইয়া ভালো কাজ শুরু করছে।'

কাউখালী প্রতিবন্ধী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষা উদ্যোক্তা আবদুল লতিফ খসরু বলেন, 'বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধির বিরুদ্ধে কিশোরী তাহমিনা প্রশংসনীয় কাজ করছে। সে অন্য সবার জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে।'

কাউখালী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শাহিনুর বেগম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষার্থী তাহমিনার বিষয়টি আমি শুনেছি। দরিদ্র একটি কিশোরী মেয়ের এমন সচেতনতা আমাদের আশাবাদী করে। ওর এমন সামাজিক কাজ প্রশংসনীয়। মহিলা অধিদপ্তরের উদ্যোগে তাহমিনার এমন কাজে অবশ্যই সহযোগিতা করা হবে।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর